অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৮(অংশ-১)- ৮২

তারিখ: ০২-০৪-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়ের পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৯৮ ,তারিখঃ৩১-০৩-২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সি' এর সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের (কপি সংযুক্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

০২। এমতাবস্থায়, **গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড ও সফট কপি নিকশ ফন্টে) আগামী ০৩-০৪-২০১৯ তারিখ বেলা ০২ ঘটিকার মধ্যে আবশ্যিক ভাবে সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণের নিশ্চিতকরনের জন্য** নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৭ পাতা।

০২/০৪/১৯

(নাহিদ-উল-মোস্তাক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৫৫৬৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
৭। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব এর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

স্মারক নম্বর-৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৯৮ | তারিখঃ ১৭ চৈত্র ১৪২৫ / ৩১ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

০২। এমতাবস্থায়, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড ও সফ্ট কপি) আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের মধ্যে জরুরিভিত্তিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। গত সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১২ (বার) পাতা।

(কাজী তাসমীন আরা আজমিরী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪
ই-মেইলঃ ajmery2004@yahoo.com

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
সচিব এর দপ্তর
ডায়েরী নং ৭৬৮
তারিখ ৩১/৩/১৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
(৩) সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
(৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৫) সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৬) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৭) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৮) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৯) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১০) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

যুগ্মসচিব (প্রশা,পাবক ও বাজেট) এর দপ্তর
ডায়েরী নং ১২৫২
তারিখ ০২/০৪/১৯
☐ উপসচিব/সিসস (প্রশাসন)
☐ উপসচিব/সিসস (নৌ/প্রশি)
☐ উপসচিব/সিসস (সমন্বয়)
☐ উপসচিব/সিসস (বাজেট)
☐ উপসচিব/সিসস (পাবক)
☐ সি. এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার
☐ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
যুগ্মসচিব

সচিবের দপ্তর
☐ পত্র প্রাপ্তির তারিখ ৩১/৩/১৯
☐ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (বন্দর)
☐ অতিঃ সচিব (উঃ মনিটরিং ও মেরিক)
☐ অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১)
☐ অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২)
☐ সচিবের একান্ত সচিব
☐ মন্তব্যঃ
সচিব

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
ডাইরী নং- ১৩২৭
তারিখঃ
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)

চলমান পাতা-০২

(১১) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(১২) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৩) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৪) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
(১৫) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৬) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৭) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৮) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৯) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২০) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২১) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(২২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৩) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৫) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৬) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।
(২৭) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা।
(২৮) মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), সদর দপ্তর, ঢাকা।
(২৯) মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, খিলগাও, ঢাকা।
(৩০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা।
(৩১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
(৩২) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
স্থান : চামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭
সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার আলোচ্যসূচি সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দুর্যোগে গৃহীত কার্যক্রম, ভবিষ্যতে করণীয় এবং দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সম্পাদিত কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সূচনা বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় জানান, দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন করেন। তিনি সভায় আরও অবহিত করেন যে আমাদের যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি থাকায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যথাযথ প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন করা হচ্ছে এবং খাদ্য মজুত বাড়ানো হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এমপি-কে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি হাওর এলাকা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওরসহ বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা সফর করে বন্যাকবলিতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি উন্নয়নে দিক্-নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে হলে টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবেলাসহ উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামালকে অনুরোধ জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অনুরোধক্রমে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত ০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

১.০ সভাকে অবহিত করা হয় যে ০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর অনুলিপি আজকের সভায়ও সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন কিংবা সংযোজন/বিয়োজনের কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ২: গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:-

০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ভূমিকম্প- সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি প্রচার করার অনুরোধ জ্ঞাপন।	• বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সংবাদ প্রচারের সময় ভূমিকম্প সম্পর্কিত সচেতনতামূলক তথ্যাদি ও ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। • চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রমের উপর 'আমরা আছি সবার পাশে' শীর্ষক ডকুড্রামা এবং 'ভূমিকম্পে নয় ভীতি, চাই প্রস্তুতি' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করে গণযোগযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রদর্শন করা হচ্ছে। • বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ভূমিকম্প সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান ও সংবাদ রিপোর্টিং এবং ভূমিকম্প মোকাবেলায় করণীয় সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দুর্যোগের উপর করণীয়' বিষয়ক লিফলেট তৈরি করা হয়েছে যা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচারের জন্য সকল টিভি চ্যানেল ও বেতারকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।
২।	সকল সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে অন্তত দু'বার সুবিধাজনক সময়ে ভূমিকম্পের মহড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুশাসন প্রদান।	• প্রতিবছর ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস এবং ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয়। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ব্যবস্থাপনায় ইউএনডিপি'র আর্থিক সহযোগিতায় ২ হাজার ৫০০ জন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কাউট শিক্ষককে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া আয়োজনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয়ে থাকে।
৩।	একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে সারাদেশে একযোগে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকম্প-সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।	• বিভিন্ন তারিখে স্কুল, কলেজ, জেলা, উপজেলা, ঢাকার সদরঘাট, বিভিন্ন মার্কেটে, শেখ সাহেব বাজার, লালবাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে National Earthquake Public Awareness Campaign এর আয়োজন করা হয়েছে। • ভূমিকম্প সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ❖ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ইউএনডিপি, জাইকা, সেভ দ্যা চিলড্রেনের সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪।	'বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড' বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে জানা গেছে 'বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড-২০১৭' এর গেজেট প্রকাশের পর্যায়ে আছে।
৫।	সম্ভাব্য ভূমিকম্পে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্প হলে উক্ত লাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।	• জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে জানা গেছে নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্পের সময় গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করার এ্যাকশন প্লান তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্প হলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিতরণ/সঞ্চালন লাইন বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে বিভিন্ন stakeholder-দের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। এ ধরনের বিভিন্ন প্রোটেকটিভ ডিভাইস অনুসন্ধান করা হচ্ছে। • বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে যে কোন ভবন/স্থাপনা ভেঙ্গে/হেলে গিয়ে বৈদ্যুতিক লাইনের উপর পড়লে অথবা ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উপকেন্দ্রে বিদ্যমান সার্কিট ব্রেকারসমূহ ১০০ মিলি সেকেন্ড হতে ৩০০ মিলি সেকেন্ড সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
৬।	ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মালিক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনে বসবাসকারীগণকে সরিয়ে নেওয়া এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা।	• ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মালিক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনে বসবাসকারীদেরকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পত্র দেওয়া হয়েছে। • ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ অপসারণের জন্য ভবনের মালিকগণকে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত হওয়ার পর বসবাসকারীগণকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
৭।	চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহে রাজউক/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লাল রংয়ের সাইনবোর্ড লাগানো। সাইনবোর্ডে 'ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ ভবনে বসবাস করা নিরাপদ নয়' মর্মে উল্লেখ করা।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জানা যায়, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে। • সিটি কর্পোরেশনসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা করা হচ্ছে এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে। • সকল ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক 'ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ ভবনে বসবাস করা নিরাপদ নয়' মর্মে লাল রংয়ের সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।
৮।	'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' এবং 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' গঠনের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।	• অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক তহবিল/ ফান্ড পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির বিধান না রেখে বিভিন্ন আইনের আওতায় তহবিল/ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৪(১) এর সাথে সাংঘর্ষিক।

নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯।	সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে Environmental Impact Assessment-এর মত Disaster Impact Assessment নিশ্চিত করা।	• পরিকল্পনা বিভাগ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে জানা গেছে, অক্টোবর ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি' সংক্রান্ত পরিপত্রের DPP ছকের ২৪.৩ নম্বর ক্রমিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের সময় Environmental Impact Assessment-এর মত Disaster Impact Assessment নিশ্চিত করা হচ্ছে। • Disaster Impact Assessment (DIA) নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকেও অনুরোধ করা হয়েছে।
১০।	Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030 এর আলোকে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে সমন্বিতভাবে শুরু করা।	• স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। 'Sendai Framework For Disaster Risk Reduction: 2015-2030' শীর্ষক বইয়ে ইংরেজি ভার্সনের পাশাপাশি বাংলা ভার্সন মুদ্রণ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। • সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের কার্যক্রম সমন্বয় করে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
১১।	উপকূলীয় জেলাসমূহে চলমান ৩৭টি উপজেলায় ৩,২৯১টি ইউনিটের অতিরিক্ত ৩৯৩টি নতুন ইউনিট গঠন করে ৫,৮৯৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে।	• ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্তৃক ১৩টি জেলার ৪০টি উপজেলায় ৩৯৩টি নতুন ইউনিট গঠন করে ৫,৮৯৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাটাবেজটি জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
১২।	শহর এলাকায় ভূমিকম্প মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকার সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	• ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে ভূমিকম্প বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩১,৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আরও ৩১,৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে একই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলছে।
১৩।	National Disaster Management Information System (NDMIS) নামে ওয়েবসাইট চালু করা।	National Disaster Management Information System (NDMIS) চালু করা হয়েছে। Web address: www.ndmis.gov.bd
১৪।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।	• অনলাইনে দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে সিটিজেন রিপোর্টিং সিস্টেমে মোবাইলের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৫।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করা হবে।	• NEOC এর Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note প্রণয়ন করা হয়েছে। • NEOC প্রতিষ্ঠার জন্য চীন সরকার এবং জাইকা'র আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে। • জমি বরাদ্দের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এখনও জমি বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। • সাধারণত দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহে সরকার প্রধানের কার্যালয়ের সন্নিকটে NEOC প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় জমি বরাদ্দের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন প্রয়োজন।
১৬।	প্রতিবেশী নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সার্বিক সহায়তার জন্য এবং বাংলাদেশে খাদ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্যাকেজ আকারে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করতে হবে। প্যাকেজে প্রয়োজনীয় চাল, ভোজ্য তেল, চিনি, ডাল, আলু, লবণ ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক নেপালে ২০,০০০ মে. টন চাল, ২০,০০০ লিটার বোতলজাত খাবার পানি এবং ১,০০০ পিস তাঁবু প্রেরণ করা হয়েছে। শুকনা খাবার প্যাকেটজাত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যায় প্রায় ৬৫,০০০ প্যাকেটজাত শুকনা খাবার বন্যাকবলিত এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে।
১৭।	সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিকে সর্বদা সচল ও প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।	• সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, সৈয়দপুর বিমান বন্দরটি স্বাভাবিকভাবে চালু আছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, নভো এয়ার এবং ইউএস বাংলা সৈয়দপুর বিমানবন্দরে প্রত্যহ অভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালনা করছে। • এয়ারলাইন্সসমূহের চাহিদা মোতাবেক আলোচ্য বিমানবন্দরে অপারেশনাল সময়সীমা (Watch Hour) বর্তমানে সকাল ৮:০০ টা হতে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত। ❖ রাত্রিকালীন পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত রানওয়ে লাইট ও এপ্রোচ লাইন না থাকার কারণে এবং অন্যান্য Radio Navigational Equipment-এর স্বল্পতার কারণে বিমানবন্দর সার্বক্ষণিক সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৮।	নেপালে ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ/ মেডিকেল টিম এবং খাদ্য-সামগ্রী প্রেরণ প্রক্রিয়াটিকে লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক একটি কমপাইলেশন প্রস্তুত করে রাখতে হবে।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নেপালে ত্রাণ সামগ্রী/মেডিকেল টিম এবং খাদ্য-সামগ্রী প্রেরণের প্রক্রিয়াটির একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে এবং কার্যক্রমের কমপাইলেশন সংরক্ষিত আছে।
১৯।	ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	• দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম হিসেবে নিয়মিতভাবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত সভা করে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। • 'এ', 'বি' ও 'সি' ক্যাটাগরির জেলাসমূহে যথাক্রমে ১০০, ৭৫ ও ৫০ মে.টন জিআর চাল এবং ২ লক্ষ টাকা আপৎকালীন মজুত রাখা হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃ বরাদ্দ দেওয়া হয়। • দুর্যোগ মোকাবেলায় সিপিপি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ, কোস্টগার্ড, সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী, আনসার ও ভিডিপি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সকল উদ্ধারকারী সংস্থাকে নিয়ে পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। • ভূমিকম্প মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং ৪টি সিটি কর্পোরেশনকে ২২০ কোটি টাকার উদ্ধার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ও চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক অনুদান হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ভূমিকম্পে উদ্ধার কার্যে ব্যবহারের জন্য আনুমানিক ১০০ কোটি টাকার সরঞ্জাম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সরবরাহ করা হয়েছে। • কোস্টগার্ড ও র‍্যাবকে Rescue Boat প্রদান করা হয়েছে। • ১২ টি জেলা প্রশাসনকে Speed Boat প্রদান করা হয়েছে।

০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সদস্যগণ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠনের সাথে সংবিধানের ৮৪(১) অনুচ্ছেদ অসামঞ্জস্য নয় মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভায় National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠায় জমি বরাদ্দ এবং এর Concept Note চূড়ান্তকরণের বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:-

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করা।	অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২. National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তেঁজগাও শিল্প এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি দ্রুত বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩. NEOC এর Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note সভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক NEOC-এর concept note ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪. উদ্ধার কার্যে সরঞ্জাম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিজিবি, এএফডি- এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৩: হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মোরা, পাহাড় ধস এবং বন্যায় গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণ:

৩.১ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ও গৃহীত কার্যক্রম:

সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সনে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ যথা-ঘূর্ণিঝড় কোমেন, রোয়ানু, মোরা, পাহাড়ধস, হাওর অঞ্চলের আগাম বন্যা এবং বিভিন্ন জেলার সম্প্রতি বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও গৃহীত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত হন।

৩.২ দুর্যোগ মোকাবেলায় ভবিষ্যতে করণীয়:

৩০-৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রথম 'জাতীয় কনভেনশন ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে দুর্যোগ-ভিত্তিক ছয়টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কনভেনশনে ছয়টি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়, যেখানে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকসহ ২ হাজার ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন। এ কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে সভায় অবহিত করা হয়। কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা পরিশিষ্ট-'খ' তে দেখানো হল। দুর্যোগ মোকাবেলায় ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫. বাঁধ নির্মাণ/ মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নভেম্বরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ।

৬. নদী বা খালের গতিপথকে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী নদী/খাল পুন:খননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ।
৭. হাওর এলাকায় ৯০-১০০ দিনে আহরণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৮. প্রচলিত ইটের পরিবর্তে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত কনক্রিট ব্লকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা আরও কার্যকরভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৪: দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা:

৪.১ গৃহীত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। দুর্যোগ-ভিত্তিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিশিষ্ট-'গ' তে সন্নিবেশিত করা হল। উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

(১) দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম হিসেবে নিয়মিতভাবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত সভা করে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে;

(২) দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণে ২০১৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে চারটি দুর্যোগ-ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়;

(৩) এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করে প্রত্যেক জেলার দুর্যোগসমূহের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী দুর্যোগতথ্য, প্রামাণ্যচিত্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান প্রদর্শন করা হয়;

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ে গবেষণার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(৫) দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা যেকোন মোবাইল ফোন থেকে টোল-ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক দেওয়া আবহাওয়া ও দুর্যোগ বার্তা জানা যায়;

(৬) ৩০-৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১ম 'জাতীয় কনভেনশন ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়।

কভেনশনে দুর্যোগ-ভিত্তিক নিম্নবর্ণিত ছয়টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়:-

- ❖ ভূমিকম্পে প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়;
- ❖ বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- ❖ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস;

- ❖ পাহাড় ধসের কারণ চিহ্নিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ;
- ❖ বজ্রপাতের প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয়; এবং
- ❖ হাওর অঞ্চলে বন্যার কারণ ও ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত হন।

৪.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়নঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়নের বিষয়টি সভাকে অবহিত করা হয়:

(১) 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫' প্রণয়ন

দুর্যোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে;

(২) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে;

(৩) 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০' হালকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং

(৪) 'মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৩ প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়ঃ-

(১) ১২-১৪ ডিসেম্বর ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৮টি দেশের ৪৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন;

(২) নভেম্বর ২০১৬-এ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)'এর দিল্লী ঘোষণাপত্রে "ঢাকা ঘোষণা" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে;

(৩) "ঢাকা ঘোষণার" আলোকে প্রতিবন্ধিতাবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Disability Inclusive Disaster Risk Management বিষয়ক একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। উক্ত টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা এবং Advocacy Group on Disability Inclusive Disaster Risk Management এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট জনাব সায়মা হোসেন;

(৪) 'ঢাকা সম্মেলন' প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় বিশ্ব সম্মেলন ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৪.৪ দুর্যোগে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনার তৈরীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি ২২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারী দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনারগণ ৫টি ব্যাচে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৩০ জন মাস্টার ট্রেইনারস্ তৈরির জন্য অনুরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে Advocacy Group on Disability Inclusive Disaster Risk Management এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট জনাব সায়মা হোসেনের পরামর্শে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচি-৫: প্রস্তাবিত মুজিব কিল্লা প্রকল্প উপস্থাপন:

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার জনমানব এবং প্রাণিসম্পদের জীবন রক্ষার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম মাটির কিল্লা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে সময়ে নির্মিত ১৫৬টি মাটির ভিটি মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। ১৯৭২ সাল থেকে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় মুজিব কিল্লাসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিনিয়ত মুজিব কিল্লার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যাপ্রবণ এলাকা ও হাওর অঞ্চলের জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণ মুজিব কিল্লা নির্মাণের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। নতুন মুজিব কিল্লা নির্মাণ এবং বিদ্যমান কিল্লা মেরামত ও সংস্কারের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। নির্মিতব্য মুজিব কিল্লার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেওয়া যেতে পারে।

আলোচনান্তে মুজিব কিল্লার ৩টি ডিজাইন উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে মাটির ভিটির উচ্চতা জলোচ্ছাস ও বন্যার পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ধরে ডিজাইন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০. সভায় মুজিব কিল্লা নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। মুজিব কিল্লার ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ডিজাইন অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১. মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৬: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

পাবনা জেলার রূপপুরে প্রথমবারের মত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে তেজস্ক্রিয়তাজনিত ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা রোধের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিকিরণজনিত দুর্ঘটনা ও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণ ও পরিবেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় National Nuclear or Radiological Emergency Response Plan (NNRERP) প্রণয়ন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে

বলে সভাকে অবহিত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স; মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্স এন্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন (স্পারসো)কেও কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন।

'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে 'সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইভাবে 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়', 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সভা নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২. (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: (১) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; (২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; (৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; এবং (৪) চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্স এন্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন (স্পারসো)। ১২ (খ) 'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে 'সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। ১২ (গ) 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়', 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৭: বিবিধ

বিবিধ আলোচ্যসূচির অধীনে নিম্নোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:-

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩. উদ্ধার সরঞ্জাম বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আরও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৪. (ক) দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত বাজেটে অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। ১৪. (খ) শিশুদের উপযোগী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা।	অর্থ বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫. জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনে রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে কাটা জায়গায় ব্রিজ বা কালভার্ট স্থাপন করতে হবে।	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৬. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ১৩ (১) অনুযায়ী দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও এর অধীনে "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করতে হবে। এটি সিপিপি'র আদলে সম্প্রসারিত ও সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন বলে গণ্য হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি করা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/১০/১৭

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১২/১০/১৭

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল।